দৈনিক ইনকিলাব

APR. 02 2002

কক্সবাজারে পর্যটক দম্পতি লাঞ্ছিত ❑ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত ৩৩ ❑ ভাংচুর

ছাত্রদলের ১৫৫ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

জাকের উল্লাহ চকোরী/শামসুল হক শারেক ॥ কক্সবাজারে তেহরান থেকে বেড়াতে আসা এক পর্যটক দম্পতি ছাত্রদল নেতার হাতে লাঞ্ছিত ও পরে ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনায় গত রবিবার রাতে পুলিশ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে কয়েকদফা সংঘর্ষে ১৫ পুলিশ ও ১৮ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা থানা ঘেরাও করে আসামী ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা ও পর্যটকদের মারধার করার অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে জননিরাপত্তা আইনে ১৫৫ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২টি মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনায় পুলিশ ১৩ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে ২টি গাড়ীসহ ১৫টি দোকান ভাংচুর করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার বিকেলে ইরানের ঐ পর্যটক দম্পতি আব্বাস জামসেদী ও তার স্ত্রী মরিয়ম শাহবাজী ঢাকার গাড়ী থেকে কক্সবাজার বাস টার্মিনালে নেমে শহরে আসার উদ্দেশ্যে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে। ট্যাক্সিটি পেট্রোল নেয়ার জন্য টার্মিনালের পূর্ব পার্শ্বে হাজী আশরাফ আলী ফিলিং স্টেশনে যায়। ট্যাক্সি ড্রাইভার পর্যটন দম্পতিদের কাছ থেকে পেট্রোল নেয়ার জন্য টাকা চাইলে তারা একটি ১০০ ইউএস ডলার ফিলিং স্টেশনের মালিকের ছেলে শওকতের হাতে দেয়। বিনিময়ে শওকত পর্যটন দম্পতিকে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০০০ টাকা কম দেয়। পর্যটক দম্পতি ফিলিং স্টেশনের মালিকের ছেলে শওকতকে ডলারের বিনিময়ে ন্যায্য টাকা দেয়ার দাবী করে। শওকত পর্যটক দম্পতিকে টাকা না দিয়ে ডলারটি জাল বললে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। এক পর্যায়ে শওকত ও তার বন্ধুরা বিদেশী পর্যটক জামসেদীকে মারধর শুরু করে। এ সময় স্বামীকে বাঁচাবার জন্য তার স্ত্রী এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা গর্ভবতী মরিয়মকেও মারধর করে। শওকত ও তার দলবল পর্যটকদের কাছে থাকা ডলার ছিনিয়ে নেয়। এ সময় উক্ত স্থানে টহলরত পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পর্যটকদের উদ্ধার করে ও শওকতকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। শওকতকে গ্রেফতারের খবর পেয়ে তার বড় ভাই ছাত্রদল নেতা আমীর আলী তাকে ছাড়িয়ে নিতে দলবলসহ থানায়

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদলের ১৫৫ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আসে এবং কি কারণে তার ছোট ভাই শওকতকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা পুলিশের কাছে কৈফিয়ত তলব করে। এ সময় আমীর আলীর সাথে আসা সন্ত্রাসীরা পুলিশকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। একপর্যায়ে তারা মারমুখী হলে পুলিশ তাদেরকে লাঠিপেটা করে, প্রতিউত্তরে ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীরা থানায় বৃষ্টির মত ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকলে থানায় অবস্থানরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এ গণি, এএসপি সার্কেল মোজাম্মেল হক, দারোগা শফিক আহমদ, মেঝবা উদ্দিন, নিলু বড়ুয়া, মোহাম্মদ নূর, সিপাহী গোলাম মোস্তফা, ইউনুছ মিয়া, কামাল হোসেন, শাহাব উদ্দিন, ফয়েজ উদ্দিন, আবদুল মান্নান, আবদুল লতিফ, আমিন হোছন ও শেখ কামালসহ ১৫ পুলিশ আহত হয়। আহতদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তন্মধ্যে আশংকাজনক অবস্থায় সিপাহী শেখ কামালকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে ১৩ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার খবর দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে থানা ঘেরাও করে ও কয়েক দফা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা শহরের টেকপাড়া থেকে ঝিনুক মার্কেট পর্যন্ত পুরো এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালায়। এ ব্যাপারে কক্সবাজার জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ কর্তৃক ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপর ব্যাপক লাঠিপেটা ও ১৩ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে দায়ী করে। অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়ার দাবী জানায়। এ ব্যাপারে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন, তাদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে একটি সূত্রে জানা যায়।